

# বর্তমান জালেম সরকারের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই ॥ বি চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিকল্প ধারার প্রবক্তা সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, বর্তমান সরকার জালেম সরকার ও জংলী সরকার। সরকারে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের সম্ভ্রাস, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ হবে না। তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতায় গিয়ে প্রভুর মতো আচরণ করছে। অগণতান্ত্রিক ও নীতিবহির্ভূত সরকারের শত শত পুলিশ ও সন্ত্রাসী ক্যাডার দিয়ে পথে পথে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেই এই সরকারের হামলার কঠোর জবাব দেয়া হবে। তিনি প্রেস ব্রিফিংয়ে বিকল্প ধারা জাতীয় কমিটির ১২ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন।

বৃহস্পতিবার রাতে বারিধারার কে সি মেমোরিয়াল ক্লিনিকের সাবেক রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের কাছে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী একথা বলেন। এ সময় কমিটির সদস্য সচিব মেজর (অব) আব্দুল মান্নান ও সদস্য মাহী বি চৌধুরীসহ আরও অনেকে তাঁদের ওপরে অমানবিক হামলার কথা তুলে ধরেন।

বিকল্প ধারা জাতীয় কমিটির নাম ঘোষণা করতে বৃহস্পতিবার বিকালে মুক্তাঙ্গনে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল থেকে সরকারী দলের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা মুক্তাঙ্গন দখল করে রাখে। বিকাল সোয়া তিনটার দিকে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মেজর (অব) আব্দুল মান্নান ও মাহী বি চৌধুরীসহ বিকল্প ধারার অনেক লোক মাইক্রোবাস, হোন্ডায় করে মুক্তাঙ্গনের জনসভার জন্য বারিধারার কে সি মেমোরিয়াল ক্লিনিক থেকে বের হন। চারদিকে ব্যাপক পুলিশ ছিল। বারিধারার মরক্কো এ্যাম্বাসির সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পরে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে দিয়ে রামপুরা হয়ে মুক্তাঙ্গনে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তারা গাড়ি ঘুরিয়ে কুড়িল-বিশ্বরোড হয়ে এয়ারপোর্টের ভিআইপি রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে চায়। পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। তাঁরা রাস্তার ওপর বসে পড়েন। পরে হেঁটে মুক্তাঙ্গনে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ পথে পথে বাধা দেয়। বনানী হয়ে মহাখালীতে মিছিল এলে রেলক্রসিংয়ের বার ফেলে দিয়ে মিছিল আটকে দেয়। এ সময় বি চৌধুরীসহ বিকল্প ধারার নেতৃবৃন্দের বক্তব্য দেয়া শুরু হলেই অতর্কিত যুবদল-ছাত্রদল সশস্ত্র ক্যাডাররা হামলা চালায়। এতে মেজর (অব) আব্দুল মান্নান, মাহী বি চৌধুরীসহ অসংখ্য নেতাকর্মীসদস্য আহত হন। পুলিশী ও জোটের ক্যাডারদের হামলা ও বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ কে সি মেমোরিয়াল ক্লিনিক কার্যালয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

সেখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক বি চৌধুরী বলেন, সরকার যে আচরণ করছে তাতে দেশে কোন গণতন্ত্র নেই। আমাদের ওপর হামলা করছে। মুক্তাঙ্গনে জনসভা করতে দেয়নি। সরকারের ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে। সরকার পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। মহাখালীতে বক্তব্য দেয়ার সময় বড় বড় ইট, পাথর আমাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করেছে। যেভাবে হামলা হয়েছে আমরা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলাম। তিনি বলেন, জোট সরকারের আক্রমণ দেখে দুঃখ ও লজ্জা হয়। আমরা দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই। এ জন্যই বিকল্প ধারা। যেভাবে দেশ চলছে তাতে সরকার সম্ভ্রাস ও দুর্নীতিতে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই সরকারের কাছে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ কোন মানুষই নিরাপদ নন। তিনি বলেন, সরকার যতই চাপ দিক, আমাদের ও জনগণের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। জাতি আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

এক প্রশ্নের জবাবে বি চৌধুরী বলেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করব। সময় সুযোগ হলে আমরা অবশ্যই শূন্য আসনের উপ-নির্বাচনে অংশ নেব। তিনি সরকারী দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও নেতৃবৃন্দের প্রতি বিকল্প ধারার প্রতি বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

মেহর (অব) আব্দুল মান্নান বলেন, আমাদের কর্মসূচী শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সরকার জংলী আচরণ করে আমাদের কর্মসূচীতে হামলা চালিয়েছে। সরকার গণতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। আগামী নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে এই সরকারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, এই সরকার চোর, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী। তিনি বলেন, নতুন দল গঠন হলে সারা দেশ থেকে ৫ লাখ লোক আসবে, তখন সরকারের সন্ত্রাসীরা হুঁদরের মতো গর্তে চলে যাবে।

মাহী বি চৌধুরী বলেন, বিএনপিকে ভাঙ্গার জন্য দল ত্যাগ করিনি। শহীদ জিয়ার দলের সঙ্গে বর্তমান খালেদা জিয়ার দলের কোন আদর্শের মিল নেই। তিনি বলেন, দল ছেড়ে গেলে যদি ক্ষতিই না হয়— তবে হামলা কেন, আক্রমণ কেন! তিনি আরও বলেন, দুই এমপির পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সরকারের পদত্যাগের সূচনা হলো। আগামীতে আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে আশা করছি।